বাংলাদেশ বিষয়াবলি:

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

আরেফিন, ৩৭ বিসিএস

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড

সংজ্ঞা: যখন মোট জনসংখ্যার ৫০% কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থাকে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখে তখন তাকে Demographic Dividend বলে।

কর্মক্ষম জনগণ: ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সীগণ

মোট কর্মক্ষম জনগণ

- ✓BBS এর শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩: ৭ কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজার

(শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ এর ২য় কোয়ার্টার অনুযায়ী ৭২.২৮ মিলিয়ন)

- ✓বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে প্রবেশ করে- ২০১২ সালে এবং শেষ হবে ২০৪২ সালে।

শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ (২য় কোয়ার্টার)

- https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/2024-08-28-08-21-7c7320580a746b43d20bae7a447a6623.pdf

জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান

- মোট জনসংখ্যায় বিশ্বে: ৮ম
- জনসংখ্যার ঘনত্বে বিশ্বে: ৬ষ্ঠ/৯ম (WPR, WB)
- এশিয়ায়: ৫ম
- মুসলিম বিশ্বে: ৪র্থ
- সার্কভুক্ত দেশে: ৩য়

জনসংখ্যা নীতি

- জনসংখ্যা নীতি প্রকাশ করে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- প্রথম জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা প্রণীত হয়: জুন, ১৯৭৬
- প্রথম জনসংখ্যা নীতি অনুমোদন: ২০০৪ সালে
- জনসংখ্যা নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য: স্থিতিশীল জনসংখ্যা অর্জন ও মানবকল্যাণ
- ২য় ও সর্বশেষ জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন: ২০১২ সালে

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের স্লোগান-

  ছেলে হোক, মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট।

- ২০১২ সালের নীতিতে ছিল- "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়”

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান

NIPORT

- পূর্নরূপ: National Institute of Population Research And Training
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৭৭/১৯৭৮
- অবস্থান: আজিমপুর, ঢাকা
- নিয়ন্ত্রক: স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

আমাদের বিষয়ে | অর্জন | অভিযোগ ও পরামর্শ | গ্যালারি | যোগাযোগ | অন্যান্য | সিটিজেন চার্টার

Text size A A A Color

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন

Bangladesh National Portal
Follow Page 138K followers

ফেইসবুক পেইজ ভিজিট ও লাইক দিন

ইতিহাস

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আদর্শ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান তৈরির দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৭৯ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী অপারেশনাল গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচি উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও গ্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ বিভাগীয় ও জেলা শহরে পর্যায়ে ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯৯টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-এর মাধ্যমে পরিচালনা করছে।

NPC

- National Population Council
- জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়
- অধীন: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- প্রধান: প্রধানমন্ত্রী

Bangladesh National Nutrition Council (BNNC)

- গঠিত: ২৩ এপ্রিল ১৯৭৫
- সভাপতি: প্রধানমন্ত্রী
- অবস্থান: মোহাম্মদপুর, ঢাকা

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

যাত্রা শুরু: ১৫ নভেম্বর, ১৯৭৫

আদমশুমারি (অবিভক্ত বাংলা**)**

- ১৮৭২ অবিভক্ত বাংলায় প্রথম আদমশুমারি হয়। ব্রিটিশ **লর্ড মেয়োর** আমলে।

বিশ্বের প্রথম আধুনিক আদমশুমারি পরিচালিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৯০ সালে

পাকিস্তান আমলে

প্রথম আদমশুমারি হয়

১৯৫১ সালে।

১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়।

আদমশুমারি- বাংলাদেশ

আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়: ১০ বছর পর পর (২য় শুমারি হয়-৭ বছর পর)

আদমশুমারি- বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এই পর্যন্ত আদমশুমারি হয়: ৬ বার

(১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১, ২০২২)

৬ষ্ঠ আদমশুমারির নাম: জনশুমারি ও গৃহগণনা- ২০২২

- ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া ‘পরিসংখ্যান আইন’২০১৩ অনুযায়ী ‘আদমশুমারি ও গৃহগণনা’র নাম পরিবর্তন করে ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’ করা হয়।

জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

- ৬ষ্ঠ আদমশুমারির নাম- জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ (Population and Housing Census-2022)
- গণনা হয়- ১৫-২১ জুন, ২০২২
- স্লোগান- জনশুমারি আয়োজন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন
- প্রতিপাদ্য- 'জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন
- জনশুমারি পরিচালনা করে- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
- জনশুমারিতে ব্যবহার করা হয়- GIS MAP [Geographical Information System MAP]

- তথ্য সংগ্রহ করে: ৪ লাখ গণনাকারী
- মূলত সংগ্রহ করা হয়েছে- গৃহ, খানা ও ব্যক্তির তথ্য
- প্রথমবারের মতো যুক্ত করা হয়- তৃতীয় লিঙ্গ ও প্রবাসীদের
- গণনা শুরু হয়- ভাসমান মানুষদের দিয়ে
- জনশুমারি করে: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

৬ষ্ঠ আদমশুমারির নাম:

জনশুমারি ও গৃহগণনা- ২০২২

কারিগরি সহায়তায়:

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা

“ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)”

বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (বিবিএস)

আদমশুমারি পরিচালনা করে:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

জনশুমারি ও গৃহগণনা

২০২২

ডি-জুরি (de jure) পদ্ধতি:

- এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুধু তাদের সচরাচর বসবাসের স্থান (Usual Residence)-এ গণনাভুক্ত করা হয়।

ডি-ফ্যাক্টো (de facto) পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুমারি মুহূর্তে তাদের অবস্থানে গণনাভুক্ত করা হয়।

মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (modified de facto) পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুমারি মুহূর্তে তাদের অবস্থানে গণনাভুক্ত করার পাশাপাশি শুমারি মুহূর্তে যারা ডিউটিরত ও ভ্রমণরত থাকবেন তাদেরকে স্ব স্ব খানায় গণনাভুক্ত করা হবে। **জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (modified de facto) পদ্ধতি অনুসারে পরিচালনা করা হয়েছে।**

শুমারি মুহূর্ত

মূল শুমারি শুরুর পূর্ব রাত ০০:০০ ঘটিকাকে শুমারি মুহূর্ত (জিরো আওয়ার) হিসেবে গণ্য করা হয়।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এ ১৪ জুন দিবাগত রাত ০০:০০ মুহূর্তকেই শুমারি মুহূর্ত বা জিরো আওয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

শুমারি রাত

শুমারি মুহূর্ত হতে শুরু করে ভোর ৬:০০ টা পর্যন্ত সময় হলো ‘শুমারি রাত’। সে অনুযায়ী ১৪ জুন ২০২২ দিবাগত রাত ১২:০০ টা হতে ১৫ জুন ২০২২ ভোর ৬:০০ টা পর্যন্ত সময়কে ‘শুমারি রাত’ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

শুমারিকাল

শুমারি মুহূর্ত হতে শুরু করে ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জুন ২০২২ তারিখ রোজ বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, সোম এবং মঙ্গলবার পর্যন্ত শুমারিকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উক্ত ০৭ (সাত) দিন ‘শুমারি সপ্তাহ' হিসেবে পালন করা হয়েছে।

খানা

- এক বা একাধিক ব্যক্তি যারা এক পাকে ও একত্রে খাওয়া-দাওয়া এবং একসাথে বসবাস করেন তাদের সমন্বয়ে একটি খানা গঠিত হয়। খানায় পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অন্যান্য আত্মীয় বা অনাত্মীয় সদস্যরাও থাকতে পারেন।
- শুমারি রাতে (১৪ জুন ২০২২ দিবাগত রাতে) যারা এক পাকে খেয়েছেন এবং একই ছাদের নিচে কিংবা বাড়িতে বসবাস করেছেন তাদেরকে ঐ খানার সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, পরিবারের এমন কোনো সদস্য যারা একত্রে বসবাস করে এবং খাওয়া-দাওয়া করে কিন্তু শুমারি রাতে ভ্রমণে ছিলেন কিংবা আবাসিক হোটেল/রেস্ট হাউজে অবস্থান করেছেন কিংবা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছেন অথবা সাময়িকভাবে (৬ মাসের কম সময়ের জন্য) দেশের বাইরে ছিলেন অথবা কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বরত ছিলেন যেমন: শুমারিকর্মী, হাসপাতালের রোগী ও অ্যাটেন্ডেন্ট, নৈশপ্রহরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তারা স্ব-স্ব খানায় গণনাভুক্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা

১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন।

বিষয়	অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২
মোট জনসংখ্যা	১৭.১ কোটি	১৬.৯৮ কোটি (চূড়ান্ত)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৩%	১.২২%
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১৭১	১১১৯
পুরুষ : মহিলা	৯৬.৩ : ১০০	৯৮.০৪ : ১০০
সাক্ষরতার হার	৭৭.৯%	৭৪.৬৬%

নির্ভরশীলতা অনুপাত

- ১৫-৬৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার বিপরীতে ০-১৪ বছর এবং ৬৫ ও তদূর্ধ বছর বয়সী জনসংখ্যার অনুপাত।
- নির্ভরশীলতার অনুপাত: ৫২.৬৪
- পল্লী: ৫৬.০৯
- শহর: ৪৫.৬৩

শিশু-মহিলা অনুপাত

- ১৫-৪৯ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ মহিলার বিপরীতে ০-৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা।
- **শিশু-মহিলা অনুপাত: ৩৩২**

জনশুমারি-২০২২

- পরিবারের গড় সদস্য: ৪ জন
- শিক্ষার হার: ৭৪.৬৬%
- ইন্টারনেট ব্যবহারকারী: ৩০.৬৮%

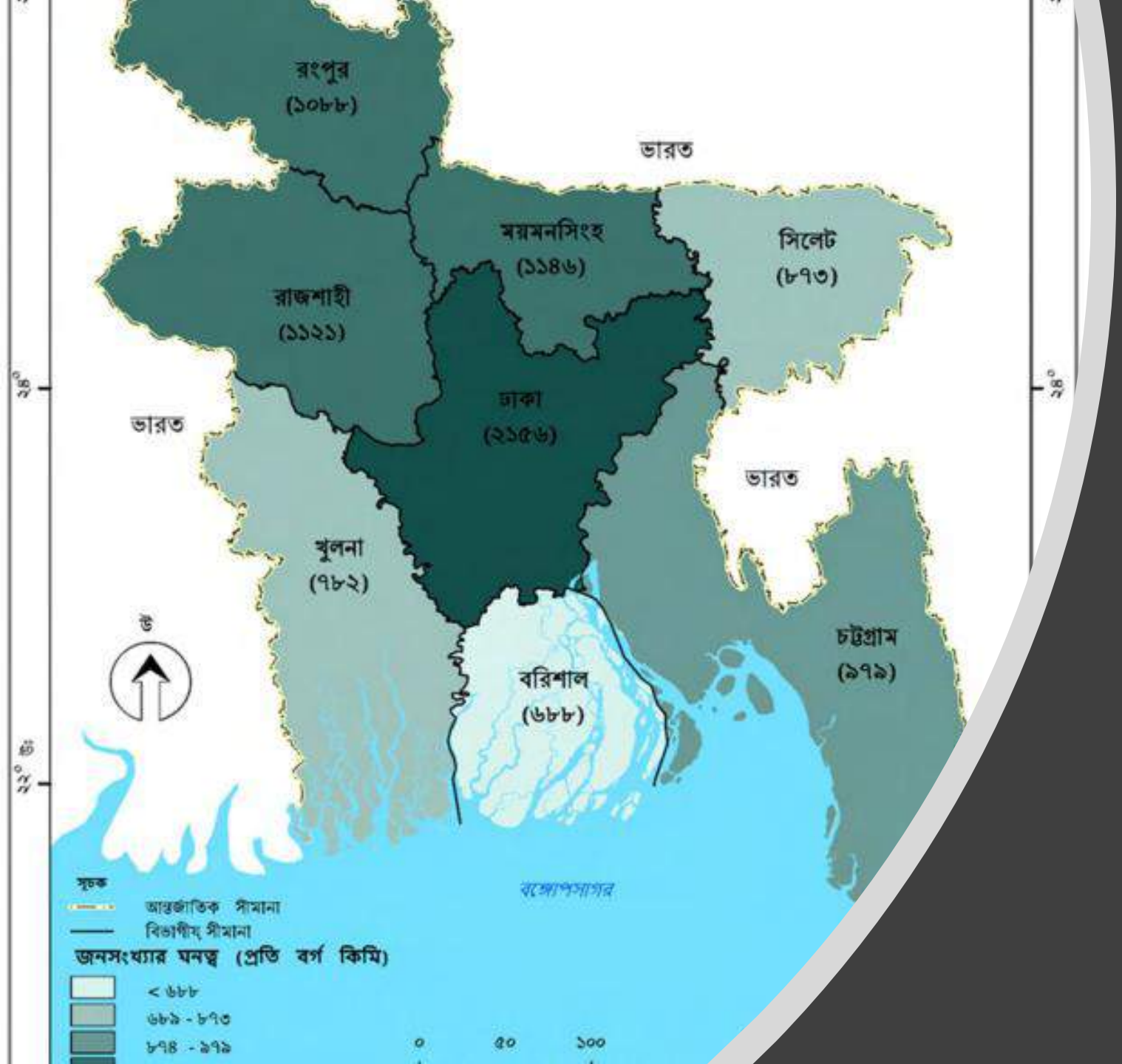

জনসংখ্যার ঘনত্ব:

১১১৯ জন

জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন

ঘনত্ব বেশি: ঢাকা বিভাগে (২১৫৬ জন)

ঘনত্ব কম: বরিশাল বিভাগে (৬৮৮ জন)

জেলা হিসাবে ঘনত্ব কম: রাঙামাটি (১০৬ জন)/ বান্দরবান (১০৭)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি:

ঢাকা বিভাগে (১.৭৪) (আগে সিলেট ছিলো)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে কম: বরিশাল বিভাগে (০.৭৯)

CHOICE
উত্তম আকাশ পরিচালিত
ঢাকাইয়্যা পোলা
বরিশালের
সাইয়া
3
MILLION+
VIEWS
ACROSS YOUTUBE

সাক্ষরতার হার

- শীর্ষ বিভাগ: ঢাকা
- সাক্ষরতা কম: ময়মনসিংহ
- শীর্ষ জেলা: পিরোজপুর
- সর্বনিম্ন: জামালপুর

অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০২৪)

- স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে): ১৯.৪
- স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে): ৬.১
- শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে): ২৭
- মোট প্রজনন হার (প্রতি ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলা): ২.১৭

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

৬২.১%

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল: ৭২.৩ বছর

(অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

পুরুষ: ৭০.৮

মহিলা: ৭৩.৮

বিবাহের গড় বয়স (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

পুরুষ: ২৫.৪

মহিলা: ১৮.৮

- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন (শুমারি) | ১১৭১ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.২২% (শুমারি) | ১.৩৩% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

সারণি ১২.৫: স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিভাজন বিষয়	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩*
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.৯	১৮.৮	১৮.৭	১৮.৫	১৮.৩	১৮.১	১৮.১	১৮.৮	১৯.৮	১৯.৪
	শহর	১৭.২	১৬.৪	১৬.২	১৬.২	১৬.১	১৫.৯	১৫.৩	১৬.৪	১৬.৬	১৭.০
	গ্রাম	১৯.৪	২০.৩	২০.২	২০.৪	২০.১	২০.০	২০.৪	১৯.৫	২০.৮	২০.২
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.২	৫.১	৫.১	৫.১	৫.০	৪.৯	৫.১	৫.৭	৫.৮	৬.১
	শহর	৪.২	৪.৬	৪.২	৪.২	৪.৪	৪.৪	৪.৯	৫.১	৫.৬	৫.২
	গ্রাম	৫.৬	৫.৫	৫.৭	৫.৭	৫.৪	৪.৪	৫.২	৬.২	৬.০	৬.৪
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৪.৯	২৫.৩	২৫.২	২৫.১	২৫.৫	২৫.৩	২৫.২	২৫.৩	২৫.৩	২৫.৪
	নারী	১৮.৩	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৯	১৮.৯	১৯.১	১৯.১	১৮.৮	১৮.৮
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	জাতীয়	৭০.৭	৭০.৯	৭১.৬	৭২	৭২.৩	৭২.৬	৭২.৮	৭২.৩	৭২.৪	৭২.৩
	পুরুষ	৬৯.১	৬৯.৪	৭০.৩	৭০.৬	৭০.৮	৭১.১	৭১.২	৭০.৬	৭০.৮	৭০.৮
	মহিলা	৭১.৬	৭২.০	৭২.৯	৭৩.৫	৭৩.৮	৭৪.২	৭৪.৫	৭৪.১	৭৪.১	৭৪.৮
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, ০-১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩০	২৯	২৮	২৪	২২	২১	২১	২২	২৫	২৭
	শহর	২৬	২৮	২৬	২২	২১	২০	২০	২১	২৪	২৪
	গ্রাম	৩১	২৯	২৮	২৪	২২	২২	২১	২২	২৫	২৮
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিচে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৮	৩৬	৩৫	৩১	২৯	২৮	২৮	২৮	৩১	৩৩
	শহর	৩৩	৩২	৩১	২৭	২৭	২৬	২৬	২৬	২৮	৩০
	গ্রাম	৪০	৩৮	৩৬	৩৩	৩১	২৯	২৮	২৯	৩২	৩৪
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি লাখ জীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	১৯৩	১৮১	১৭৮	১৭২	১৬৯	১৬৫	১৬৩	১৬৮	১৫৩	১৩৬
	শহর	১৫৯	১৫২	১৪৯	১৪৭	১৫৯	১২৫	১৩৮	১৪০	১৩৪	৫৯.
	গ্রাম	২১১	১৯৬	১৯১	১৮৭	১৮৩	১৮২	১৭৮	১৭৬	১৫৭	১৫৭
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (শতাংশ)		৬২.৪	৬২.২	৬২.৩	৬২.৫	৬৩.১	৬৩.৪	৬৩.৯	৬৫.৯	৬৩.৩	৬৭.১
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১১	২.১১	২.১০	২.০৫	২.০৫	২.০৪	২.০৪	২.০৫	২.১৫	২.১৭

উৎস: Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2023.

কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

কমিউনিটি ক্লিনিক বর্তমান সরকারের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং এটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় উল্লেখযোগ্য সেবার মধ্যে রয়েছে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা; নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা; প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা; সীমিত নিরাময় সেবা; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কাউন্সেলিং; পুষ্টি সেবা ও অনুপুষ্টি সরবরাহ; জরুরি ও জটিল রোগীদের উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফারেল; প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী থাকা সাপেক্ষে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা; অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ প্রাথমিকভাবে সনাক্তকরণ ও রেফারেল ইত্যাদি। এ ধরনের পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী, ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপের ঔষধসহ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ২৭ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রতি বছর প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রায় ১.৫৫ লক্ষ টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়। ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ১১৪ কোটির অধিক ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ সেবা গ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে ১ কোটির অধিক জরুরি ও জটিল রোগীকে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ১৪,২৭৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক 'কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি)' নিয়োগপূর্বক তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- https://mof.portal.gov.bd/site/page/28ba57f5-59ff-4426-970a-bf014242179e/বাংলাদেশ-অর্থনৈতিক-সমীক্ষা-২০২৪

জনসংখ্যা সংক্রান্ত দিবস

২ জানুয়ারি	বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দিবস
২ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় জনসংখ্যা দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

শিশু ও কিশোর

- বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স: **০ থেকে ১৮ বছর**

- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা: **৭ থেকে ১৬ বছর**

কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র

কিশোর (২টি)		কিশোরী (১টি)
১ম	২য়	১ টি মাত্র
টঙ্গী, গাজীপুর	পুলেরহাট, যশোর	কোনাবাড়ি, গাজীপুর

মেগাসিটি ও মেটাসিটি

মেগাসিটি	১ কোটির অধিক জনসংখ্যার শহর
মেটাসিটি	২ কোটির অধিক জনসংখ্যার শহর

উপজাতি (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)

আদিবাসী

(Indigenous/Aborigine)

যেই দেশ থেকে আদিবাস সেখানেই বসবাস এমন গোষ্ঠী

উপজাতি (Tribe)

একদেশে আদিবাস আর অন্য দেশে বসবাস এমন গোষ্ঠী

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী, আদিবাসী বা Indigenous Peoples হলো সেই জনগোষ্ঠী যারা ঐতিহাসিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে এবং নিজেদের আলাদা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা, ধর্ম, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রথা দ্বারা পরিচিত। তারা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভূখণ্ডের প্রথম বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তারা পরবর্তীতে আগত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে প্রান্তিক বা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকতে পারে।

জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী আদিবাসীদের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো:

স্বাতন্ত্র্যবোধ: তারা নিজেদেরকে একটি আলাদা জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হিসেবে পরিচয় দেয়।

ঐতিহাসিক সম্পর্ক: তাদের ঐতিহাসিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভূমির সাথে সম্পর্ক থাকে।

সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য: তাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, প্রথা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রণালী থাকে।

সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদ

রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

উপজাতি

- বর্তমানে আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায়

  ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নামে পরিচিত।

আদিবাসী
দিবস
৯ আগস্ট

- আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস: ৯ অগাস্ট
- জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী বর্ষ: ১৯৯৩
- জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী ভাষা বর্ষ: ২০১৯

৬ষ্ঠ জনশুমারি: ২০২২ অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার

১%

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা: ৫০টি

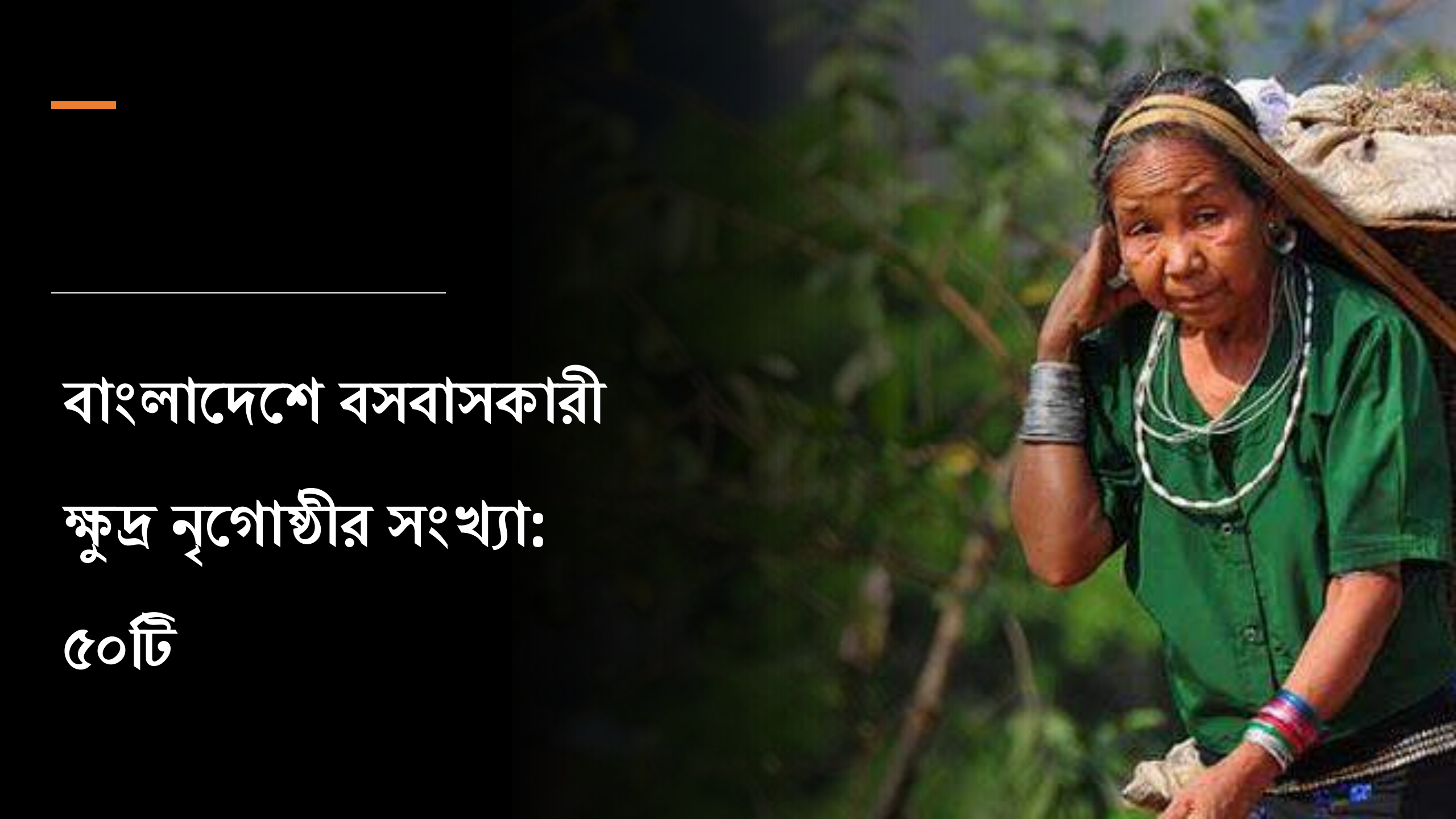

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা

- ইথনোলগ রিপোর্ট: ৪১ টি
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়: ৪৮ টি
- সরকারি গেজেট: ৫০ টি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতি

১১টি

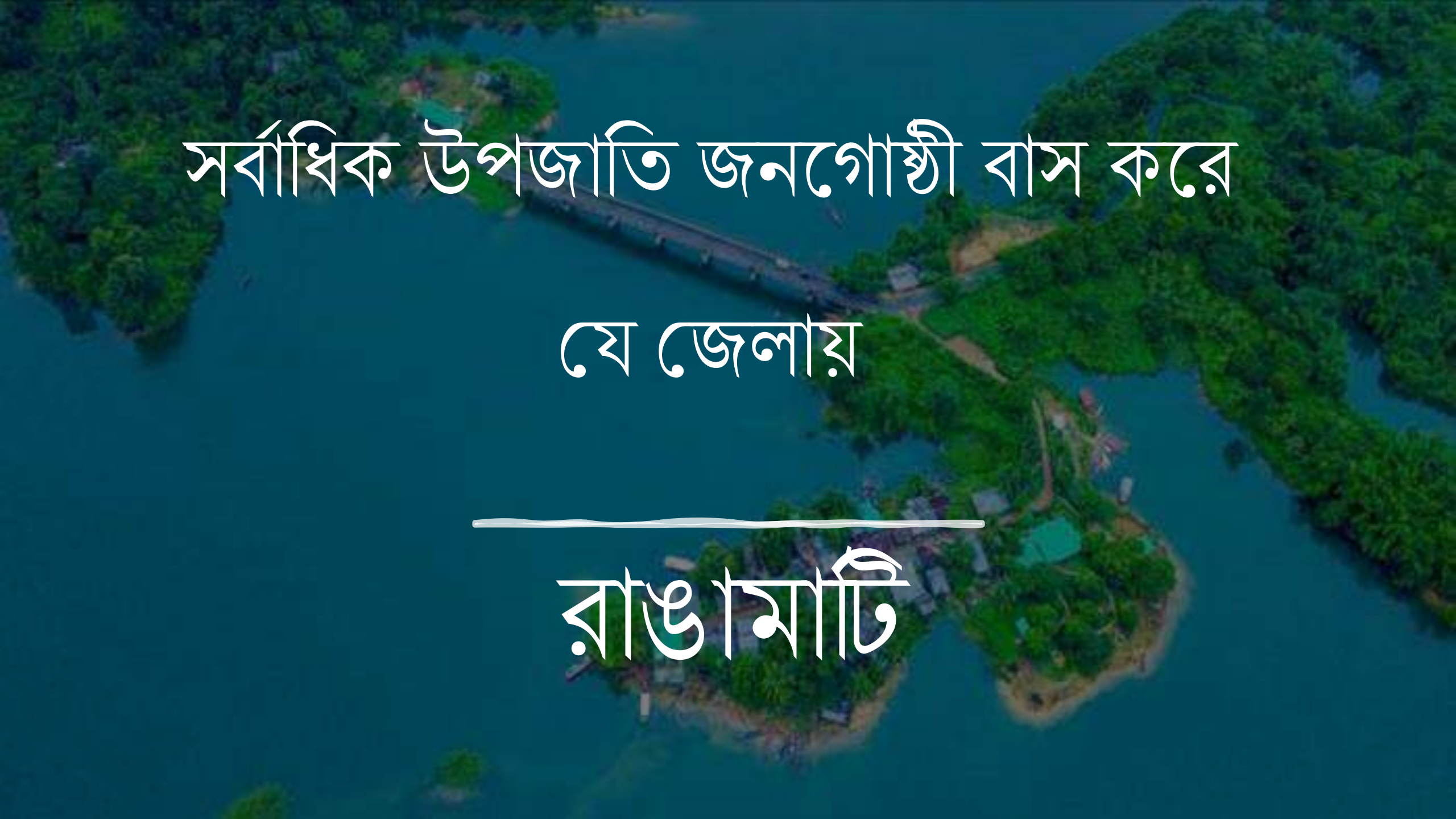

সর্বাধিক উপজাতি জনগোষ্ঠী বাস করে

যে জেলায়

রাঙামাটি

সর্বনিম্ন সংখ্যক উপজাতি জনগোষ্ঠী যে জেলায়

লালমনিরহাট (১১৮ জন)

*আগে মেহেরপুর ছিলো

- বাংলাদেশে উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা ৩২টি/৩৪ টি।

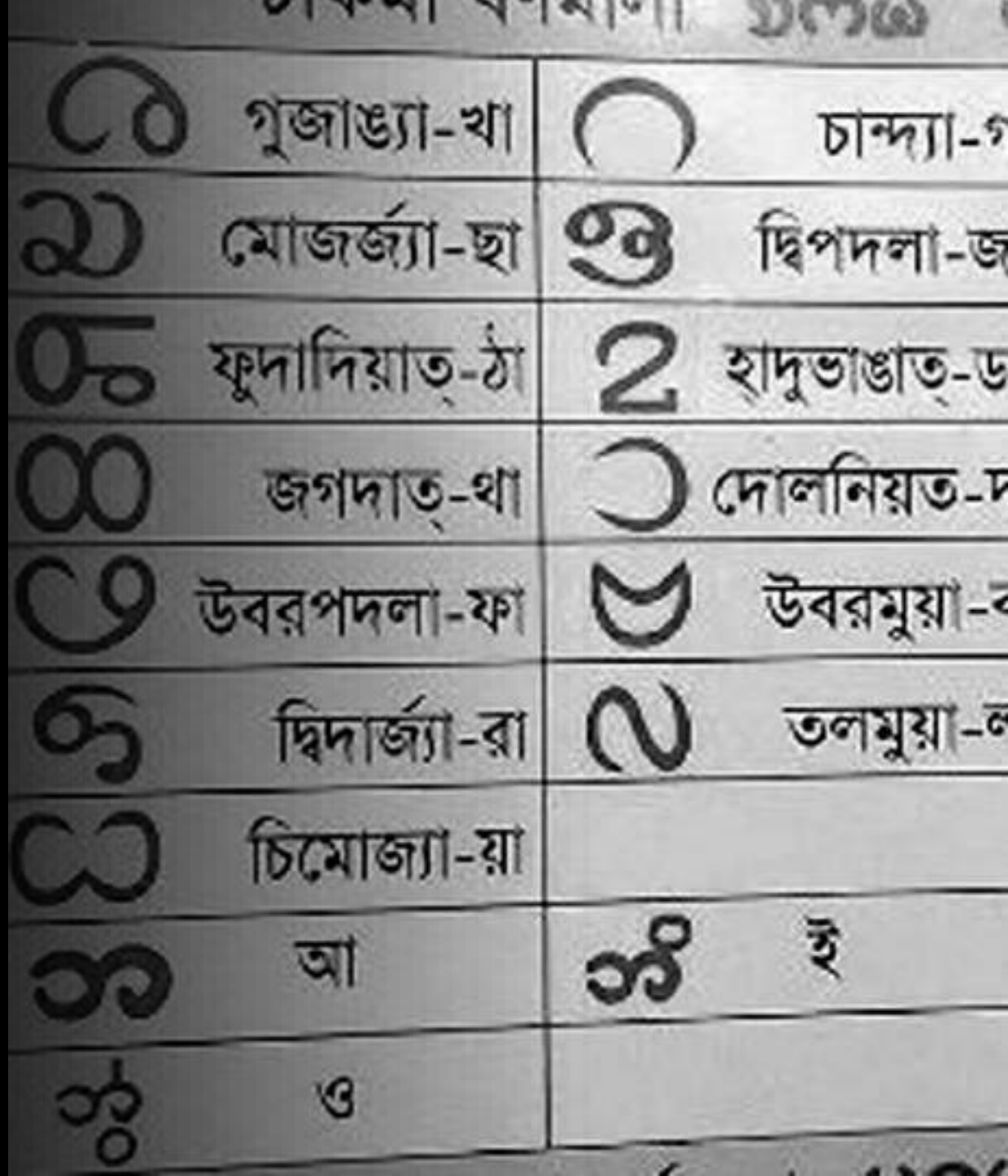

সংখ্যায় বৃহত্তম

উপজাতি গোষ্ঠী:

চাকমা

সমতলের বৃহত্তম আদিবাসি গোষ্ঠী সাঁওতাল

সংখ্যায়

- ১ম: চাকমা
- ২য়: মারমা
- ৩য়: ত্রিপুরা (আগে সাঁওতাল ছিল)
- ৪র্থ: সাঁওতাল (সমতলের বৃহত্তম উপজাতি)

সবচেয়ে কম জনসংখ্যার উপজাতি:

ভিল (৯৫ জন) ও গুর্খা (১০০ জন)

চাকমাদের জীবিকা

- কৃষি
- চাষ পদ্ধতি জুম

মান্দি

- গারো উপজাতির প্রকৃত নাম

খাসিয়া এবং গারো।

বাংলাদেশের মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি

বহুপতি গ্রহণকারী

উপজাতি: টোডা

Image Courtesy: Priyanka Chopra Instagram

পুরুষের চেয়ে বেশি বয়সী নারী বিয়ে করে: তঞ্চ্যংগা

হাজং

বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ ও

বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে।

ঢাকা শহরে তেজগাঁও এলাকায় এক সময় **মণিপুরী** উপজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য ছিলো।

বাংলাদেশের একমাত্র উপজাতি প্রধান বিচারপতি ছিলেন সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। তিনি একজন মণিপুরী।

সবচেয়ে উচুঁ গ্রাম

পাসিংপাড়া

অবস্থান: কেওক্রাডং

বসবাস: মুরংদের

আদিবাসী ও উপজাতীয়দের জীবনধারা নিয়ে

সর্বাধিক বই লিখেছেন **আব্দুস সাত্তার**

(আরণ্য জনপদে,অরণ্য সংস্কৃতি)

বাসস্থান

চাকমাদের বাসস্থান

রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল।

রাখাইন/ মারমা

- মগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমতল এলাকায় রাখাইন নামে এবং পাহাড়ি এলাকায় মারমা নামে পরিচিত।

- মগদের আদিনিবাস ছিল আরাকান(মিয়ানমার)

মারমা

- ৩ পার্বত্য জেলা

ছবি: মাচি চিং মারমা (৩৮ তম বিসিএস)

ত্রিপুরাদের

বাসস্থান

খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চাক, খুমি, খিয়াং

বান্দরবান

মুরং/ম্রো

- বান্দরবান

বান্দরবান=মামু পাত্রী খুব চকচকে

- মারমা
- মুরং
- পাংখোয়া
- খুমি
- চাক

পার্বত্য "তিন জেলাতেই" বাস করে = ত্রিলুচা

- ত্রিপুরা, লুসাই, চাকমা

গারো

- ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোণা, সিলেট, মৌলভীবাজার

হাজং

ময়মনসিংহ ও

নেত্রকোনা

হাহা গারো

- ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা এলাকায় = হাহা গারো [হাজং, হাদুই, গারো]

মনিপুরি, খাসি

- সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার

পাঙন/লাউয়া

- মৌলভীবাজার

মুন্ডা

সিলেট এর চা বাগান

ছবি: মনি মুন্ডা (AUW)

খামমু

- সিলেটে = খামমু [খাসিয়া, মনিপুরী, মুন্ডা]

ওরাঁও

- রাজশাহী,
- রংপুর,
- দিনাজপুর

সাওতাঁলের বাসস্থান

রাজশাহী, দিনাজপুর,

রংপুর ও বগুড়া,

ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়

রাজবংশী

রংপুর

রংপুরকে "সারাও"

রংপুর এলাকায় ৩টি উপজাতি

[সাঁওতাল, রাজবংশী, ওরাঁও]

কোল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী